

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

266939 - উপহারপ্রদানকারী, দাতা ও সদকাকারীর উদ্দৃষ্টি খাতরে পরবির্তে অন্য খাতে সম্পদ ব্যয় করা যাবে কি?

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় কাজরে খোঁজে অন্য শহরে সফর করার সিদ্ধান্ত নলি। তদপ্রকেষতিতে তার বাবা ও ভাইয়েরো কিছু অর্থ-সম্পদ জমিয়ে দিয়েছেলি; যনে সে সফরে থাকা অবস্থায় কাজে লাগাতে পারে। এই আত্মীয়রে সাথে আমার যখন দেখো হয় তখন সে ঐ অর্থরে একটা ভালো অংক আমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়। আমার জন্য কি এটা নেওয়া জায়যে হবে? আমার প্রবল ধারণা হচ্ছে— যদি তারা জানতে পারে তাহলে রাগ করবে। কারণ সে তাদের উদ্দৃষ্টি খাতরে পরবির্তে ভিন্ন খাতে সম্পদটি ব্যয় করছে। হতে পারে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সম্পদ পাওয়ার অধিক হকদার। নাকি এটা তার নিজের সম্পদ হয়ে গিয়েছে এবং সে ইচ্ছামত এটি ব্যয় করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি এই ব্যক্তিকে সফররে জন্যই এই অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে; যমেনটা প্রশ্ন থেকে বুঝা যাচ্ছে; তাহলে এ অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বা কাউকে উপহার দেয়ার অধিকার তার নই। তবে যারা তাকে এই অর্থ দিয়েছে তাদের অনুমতিনিয়ে দিতে পারবে।

এই অর্থ থেকে কিছু অতিরিক্ত থাকলে সেটা ফরত দেওয়া তার উপর অনবির্য।

আর যদি এই অর্থ উপহার, দান বা সদকা হিসেবে তাকে দেওয়া হয় এবং ব্যয় করার কোন খাত নির্ধারণ না করা হয় অথবা দৃশ্যমান সুনর্দিষ্ট কোন কারণে তাকে দেওয়া না হয়; তাহলে এর দাবী হলো: সে যতোবো ইচ্ছা সতোবো এটি ব্যয় করার অধিকার লাভ করছে।

শাইখ যাকারিয়া আনসারীর ‘আসনাল মাত্বালবি’ বইয়ে (২/৪৭৯) এসছে: “যদি তাকে কিছু দরিহাম দিয়ে বলে যে, তুমি তোমার জন্য একটা পাগড়ী কনিও কিংবা এটা দিয়ে হাম্মামে ঢুকো কিংবা অনুরূপ কিছু; তাহলে দাতার উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে সেটি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করা আবশ্যিক।

এটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি দাতা তার মাথা খালি দেখে পাগড়ী দ্বারা মাথা ঢাকাকে উদ্দেশ্য করে থাকে এবং শরীর নাওঁরা ও ময়লা দেখে হাম্মামে প্রবেশে দ্বারা পরচ্ছিন্নতাকে উদ্দেশ্য করে থাকে।

আর যদি এমন কিছুকে উদ্দেশ্য করে না থাকে; তথা স্বভাবগত আলাপচারিতা হিসেবে বলে থাকে; তাহলে সেটো আবশ্যিক হবে না। বরঞ্চ ব্যক্তি নিজের সটোর মালিকি হয়ে যাবে এবং যত্নে ইচ্ছা সটোকে সত্নে ব্যয় করতে পারবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ সুলাইমান ইবন এ উমর আল-জামাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ব্যক্তিকে যদি ইফতার করার জন্য খজুর প্রদান করা হয়; অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার জন্য সেটো করাই নির্ধারণিত হয়ে যাবে। অন্য কিছুতে সে খজুর ব্যবহার করা জায়গা হবে না। দাতার উদ্দেশ্য রক্ষার্থে।”[হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহলি মানহাজ (২/৩২৮)]

দারদীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “যদি একদল লোক বা এক ব্যক্তি কোন মুকাতবি দাসকে সাহায্য করে। সে দাস এ সাহায্য দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় এবং এর থেকে কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় কিংবা সে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়; তাহলে তারা যদি এ সাহায্য দ্বারা সদকা করার উদ্দেশ্য না করে দাসমুক্তির উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা তাদের কোনও উদ্দেশ্য না থাকে; তাহলে তারা অতিরিক্ত সম্পদ দাসের কাছ থেকে ফেরত নবিনে। আর যদি দাস ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের যে সম্পদ দাসের মনবি হস্তগত করেছে সেটো তারা তার থেকে ফেরত নবিনে; কেননা তাদের উদ্দেশ্য হাসলি হয়নি।

অন্যথায় অর্থাৎ তারা যদি মুকাতাব দাসকে এ সাহায্য সদকা হিসেবে করে থাকেন তাহলে তারা অতিরিক্ত সম্পদ দাসের কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারবে না এবং দাস ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাদের যে সম্পদ দাসের মনবি হস্তগত করেছে সেটো তারা তার কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারবে না। কেননা এক্ষেত্রে দানের উদ্দেশ্য হল দাসের আপন সত্ত্বা। আর হস্তগত করার মাধ্যমে সে ওটার মালিকি হয়ে গিয়েছে।”[দারদীরের ‘আশ-শারহুল কাবীর’ (৪/৪০৪)]

সুতরাং আপনার জন্য আপনার বন্ধুর এমন অবস্থা জানার পর তার উপহার গ্রহণ করা জায়গা নই। আপনাকে তার সম্পদ ফরিয়াদে দিতে হবে। আর আমরা যা উল্লেখ করলাম আপনি তাকে তা জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।